ঢাকার ক্লাব টাকার ক্লাব

Kve gv‡bB cvYPÂjZv, AvÇv-we‡bv`‡bi Av‡qvR‡b †Niv| Kve gv‡bB †Ljv| dUej, wµ‡KU, nwK, ev‡¯‹U BZ¨vw` BZ¨vw`| Gme ci‡bv Rvbv mZ¨| wKš †bc‡_¨ P‡j Avi I A‡bK iKg †Ljv... wi‡cvU K‡i‡Qb **মহিউদ্দিন নিলয় ও মারুফ রনি**

অর্থ সংকট। ঢাকার ক্লাবগুলো ঘুরে এ শব্দ দুটি শোনা গেছে বারবার। টাকার অভাবে সামনে এগিয়ে যেতে পারছে না। এরপরও দল গঠন নিয়ে ক্লাবগুলোতে চলে লাখ লাখ টাকার খেলা। এক মৌসুমেই বড় এক একটি ক্লাবের খরচ হয় কয়েক কোটি টাকা। অধিকাংশ ক্লাবের নেই স্থায়ী কোনো আয়ের উৎস। কোনো বাণিজ্যিক কার্যক্রমে নেই সম্পৃক্ততা। এতো টাকা তাহলে আসে কোথা থেকে? কারা যোগান দেন এই টাকার? দাতাদের স্বার্থ কোথায়? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা গিয়েছিলাম ঢাকার বিভিন্ন ক্লাবে। কথা হয় ক্লাবের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে।

মোহামেডান, ভিক্টোরিয়া, আরামবাগ, ওয়ারী- এ রকম ১৬টি ক্লাব নিয়ে মতিঝিলের ক্লাবপাড়া। এ ছাড়াও ঢাকার বিভিন্ন স্থানে রয়েছে আরো কিছু ক্লাব। সব মিলিয়ে প্রায় শ'খানেক ক্লাব আছে ঢাকায়। অধিকাংশ ক্লাবে থাকা-খাওয়ার অবস্থা বেশ নাজুক। অনেকটা মানবেতর জীবন-যাপন করেন খেলোয়াড়রা। এর মধ্য দিয়েই দুবেলা চলে প্র্যাকটিস সেশন। সন্ধ্যা থেকে বিশ্রামে চলে যান খেলোয়াড়রা। এ সময় ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে ক্লাবের পরিবেশ। আঁধারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সরগরম হয়ে ওঠে ক্লাবপাড়া। ক্লাবে চুক্তিবিহীন নিয়মিতরা ভিড় জমায়। এরাও সবাই প্রফেশনাল খেলোয়াড়। তবে এদের নির্দিষ্ট কোনো মৌসুম নেই। সারা বছরই এদের মৌসুম। ক্লাব কর্মকর্তাদের ভাষায় এরা আসে 'ইনডোর গেমস' খেলতে। গুলিস্তানের মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিজস্ব ক্লাবঘরটি ভাড়া দেয়া হয়েছে ইনডোর গেমসের জন্য। তাই প্রতিদিন ক্লাবগুলোতে রাতের নীরবতা ছাপিয়ে যায় হাউজির মাইক। মাঝে মাঝে 'ইয়েস' বলে চিৎকার। মিলে যায় হাউজির ঘর। ঘুরে যায় ভাগ্যের চাকা। জুটে যায় কাড়ি কাড়ি টাকা।

ক্লাবগুলোতে রয়েছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। হাউজি খেলার অনুমোদন দিয়ে দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন করেছে সরকার। এই হাউজির নাম করেই ক্লাবে রাতের আড্ডা জমে ওঠে। কিন্তু হাউজি থেকে ক্লাবের বছরে আয়ের পরিমাণ ১২-১৪ লাখ টাকা, যা মোট খরচের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। এর আড়ালেই চলে বড় আয়ের খেলা। তিন তাস, চরকা, ওয়ান টেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কোটি কোটি টাকা হাত-বদল হয় এই জুয়ার আসরে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আসে এখানে। তাদের জন্য রয়েছে পর্যাপ্ত আয়েশের ব্যবস্থা। রাত ৯টার দিকে মোটামুটিভাবে শুরু হয়ে যায় রাতের আসর। পুলিশের পাহারাও চোখে পড়ার মতো। অবশ্য এ জন্য রাত ১০টার মধ্যেই মতিঝিল থানায় চলে যায় নিয়মিত কমিশন। কয়েকটি সূত্রমতে, এর পরিমাণ প্রায় ২০-২৫ হাজার টাকা। তাই পুলিশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রাতের আঁধারে এই কালো ব্যবসা অনেকটা প্রকাশ্যেই ঘটে। এই কোটি কোটি টাকার ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চলে খুনোখুনি। ১৯৯৬ সালের ২০ মে রাত ৩টায় আরামবাগ ক্লাবের সামনে খুন হন রাসেল আহমেদ খোকন। এরপর খুন হন আরামবাগের সহসভাপতি বদর উদ্দিন ভুলু। পুলিশ অবশ্য তাকে তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করেছে। ধানমন্ডি ক্লাবের সামনে গত বছর ২৯ ফেব্রুয়ারি সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন খায়রুল আনোয়ার পেয়ারু। তিনি ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত সফল সংগঠক। এছাড়া সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত হয়েছেন ব্রাদার্সের সাধারণ সম্পাদক মিজানউদ্দিন আহমেদ এবং মোহামেডানের সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন ভুঁইয়া।

'জুয়া পল্লী' নামে পরিচিত ক্লাবপাড়ার নিয়ন্ত্রণকে ঘিরেই যত হানাহানির ঘটনা। এই নিয়ন্ত্রণের নিয়ন্ত্রক হবার জন্য বরাবরই সামনের কাতারে থাকেন রাজনীতিবিদরা। ১৩ বছর ধরে

আরামবাগ ক্লাবের সভাপতি ছিলেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি এস এ সুলতান এমপি। বর্তমান গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী মির্জা আব্বাস এক সময় ছিলেন আরামবাগ ক্লাবের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান। তখন আরামবাগের সুদিন ছিল। এখন অবশ্য সমাজসেবার নামে বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন রাজনীতিবিদরা। তদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে এসেছেন দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীরা। এসব দাতা স্বার্থহীনভাবে দান করে যাচ্ছেন কোটি কোটি টাকা!

দাতাদের এই দান করা নিয়েও রয়েছে রহস্য। সমাজসেবা এবং প্রচারের পাশাপাশি রয়েছে তাদেরও কিছু আর্থিক লাভ। বিষয়টি জানা যায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক খেলোয়াড় এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত ক্লাব কর্মকর্তার কাছে। তারা জানান, এই অনুদানের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার সুযোগ নেন। কেননা, ক্লাবগুলোর কোনো ট্যাক্স দিতে হয় না। তাই প্রকৃত অর্থে কয়েক লাখ টাকা ক্লাবে অনুদান দিয়েই কাগজে-কলমে দেখায় কয়েক কোটি। এই বাড়তি টাকা ট্যাক্সমুক্ত রাখে তারা। অনেকে অবশ্য ভালোবেসেও অনুদান করেন ক্লাবগুলোকে। যাদের অধিকাংশই এখন পিছিয়ে এসেছেন। ক্লাবগুলোর সঙ্গে এখনো জড়িয়ে আছে বেক্সিমকো, নিটল গ্রুপ, আমিন মোহাম্মদ গ্রুপ, অরিয়ন গ্রুপ, বসুন্ধরার মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠান।

আবাহনী : একমাত্র ক্লাব যাদের মাঠ আছে

১৯৭২ সাল। ইকবাল স্পোর্টিং ক্লাব পুনর্গঠিত হয়ে জন্ম নেয় আবাহনী ক্রীড়াচক্র। বঙ্গবন্ধু পুত্র শেখ কামাল এর প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত ফুটবল, ক্রিকেট এবং হকিতে দেশের ক্রীড়াজগতে দাপট দেখাচ্ছে ক্লাবটি। জাতীয় পর্যায়ে অনেকবার চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ হওয়ার রেকর্ড রয়েছে এ ক্লাবের। এ ছাড়া ১৯৯০ সালে ভারতে নাজি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন এবং '৮৫ সালে এশিয়া কাপ ক্লাব টুর্নামেন্টে রানারআপের গৌরব অর্জন করে। ১৯৮৯ সালে আবাহনী ক্রীড়াচক্র হয়ে যায় আবাহনী লিমিটেড। স্থায়ী আয়ের আশায় বাজারে শেয়ার ছাড়ে। এতে সাড়া পাওয়া যায়নি তেমন। তাই বন্ধ হয়ে যায় শেয়ার ব্যবসা। ৩৭ সদস্যের পরিচালনা কমিটির অনুদানে চলে ক্লাবটি। এছাড়া বিভিন্ন সাব-কমিটির সদস্যও চাঁদা দেয় নিয়মিত। সালমান এফ রহমান, কাজী শাহেদের মতো ধনাঢ্যরাও আছেন দাতাদের কাতারে। তবু প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকা কষ্টকর হচ্ছে। এরপরও ফুটবল, ক্রিকেট, হকি এবং টেবিল টেনিস- এই ৪টি নিয়মিত বিভাগে খেলা চালিয়ে যাচ্ছে ক্লাবটি। পারিশ্রমিক ও দল গঠনের ব্যাপারে

†Rš¦jm nwi‡q †M‡Q kZe‡li ci‡bv Kve wf‡±wiqvi

ক্লাব ম্যানেজার সুভাষ সোম জানান, 'বড় দলে খেলার আকর্ষণ এবং আবাহনীকে ভালোবেসে অনেকে কম টাকায় খেলে। তাই এখনো মোটামুটি ভালো দল গঠন করতে পারছি।' এভাবে কতদিন চলবে প্রশ্ন করা হলে এর কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। নিজস্ব মাঠসহ পর্যাপ্ত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তেমন কিছুই করতে পারছে না আবাহনী। বছরে খরচ হয়ে যায় প্রায় ২ কোটি টাকা। কিছুটা স্পন্সরদের থেকে আসে। যার পুরোটাই ব্যয় হয় খেলার সরঞ্জাম কিনতে।

মোহামেডান : ঐতিহ্যের ধারক

গত ১৫ বছরে যা হয়নি এবার তা হয়েছে। প্রত্যেকটি ক্লাব বড় বাজেটের দল গড়েছে। মোহামেডানও পিছিয়ে নেই। ঢাকার ঐতিহ্যবাহী এই দলটি মূলত অনুদানের ওপর ভিত্তি করেই চলছে। এ ছাড়া গভর্নিং বডি, নির্বাহী কমিটি ও ক্লাবের বিভিন্ন খেলা পরিচালনাকারী সাব-কমিটিগুলো নিয়মিত চাঁদা প্রদান করে। মোহামেডানের নতুন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হয়েছেন যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা। এছাড়া এই কমিটিতে আরো রয়েছেন পানি সম্পদমন্ত্রী মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন (মোহামেডানের প্রাক্তন খেলোয়াড়), মির্জা আলমগীর কবির, বরকত উল্লাহ বুলুর মতো বড় বড় রাজনীতিবিদ। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতি মনির আহমেদ, অরিয়ন গ্রুপের ওবায়দুল হারুনসহ বেশকিছু ব্যবসায়ী রয়েছেন এই ক্লাবের সঙ্গে। ৭১ সদস্যের একটি নির্বাহী কমিটি আছে। এই কমিটির সদস্য হতে হলে একজনকে এককালীন ১ লাখ টাকা প্রদান করতে হয়।

১৯৩৮ সালে কলকাতা মোহামেডানের শাখারূপে ঢাকার মুসলিম স্পোর্টিং ক্লাবটি ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব নামে আত্মপ্রকাশ করে। তবে ক্লাবের কার্যক্রম গতি পায় ১৯৫৬ সালে। ঢাকার মাঠ কাঁপানো ওয়ান্ডারার্সের কিছু খেলোয়াড় এসে মোহামেডানে যোগ দেয়ার পর। ফুটবলের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মোহামেডানের বিজয় উৎসব। এরপর ক্রিকেট, হকি। বর্তমানে এই ৩টি ছাড়াও ব্যাডমিন্টন, জুডু-কারাতে ও মহিলা হ্যান্ডবলে অংশ নেয় ক্লাবটি। দেশের ক্রীড়াঙ্গনে অন্যতম জনপ্রিয় ক্লাবটি চেষ্টা করছে খেলাধুলায় নিজের ভূমিকা বাড়ানোর। এ ব্যাপারে ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন ভুঁইয়া জানান, ঢাকার স্কুলগুলোকে নিয়ে এ বছরই ক্রিকেট লীগ চালু করবেন তারা। আয়োজনের সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। শুধু মাঠ পেয়ে গেলে তারা শুরু করতে পারবে। খেলোয়াড়দের দীর্ঘমেয়াদি কোচিংয়ের চিন্তা-ভাবনাও রয়েছে। পাকিস্তানের জাভেদ মিয়াঁদাদের সঙ্গে কথাবার্তাও হয়েছে। বিশ্বের অনেক তারকা খেলোয়াড় আনা যেতো কোচিংয়ের জন্য। কিন্তু টাকার অভাবে কিছুই করা যাচ্ছে না, বলে জানান সাধারণ সম্পাদক।

ব্রাদার্স ইউনিয়ন : মেয়রের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসছে

পাড়ার ক্লাব হিসেবে ১৯৪৯ সালে জন্ম নেয় ব্রাদার্স ইউনিয়ন। তৃতীয় বিভাগ ফুটবল লীগের মধ্য দিয়ে ১৯৭৩ সালে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনায় আসে ক্লাবটি। এরপর ধীরে ধীরে তারা প্রথম সারির শক্তিশালী ক্লাবগুলোর মধ্যে চলে আসে। ফুটবল, ক্রিকেট, হ্যান্ডবল, কাবাডি, টেবিল টেনিস ও ভলিবল- এই ৬টি ইভেন্টে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে ব্রাদার্স। প্রতি মৌসুমে খেলোয়াড় কিনে নেয়ার মাধ্যমে তারা খেলা পরিচালনা করে। এ জন্য তাদের প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয়। এ বছরও তারা প্রায় ১ কোটি টাকা খরচ করে ফুটবল দল গঠন করেছে। ক্রিকেট দল করতেও তাদের প্রায় ৫০-৬০ লাখ টাকা খরচ হয়েছে।

ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মিজান উদ্দিন আহমেদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ক্লাবের স্থায়ী কোনো আয়ের উৎস নেই। ১৯৭৮ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জিয়াউর রহমান গোপীবাগ সফরে আসেন। তখন স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার, বর্তমান মেয়র সাদেক হোসেন খোকাকে ব্রাদার্স ইউনিয়নের জন্য কিছু জমি বরাদ্দের ঘোষণা দেন। এই জমির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে ক্লাবটি। ক্লাবের খরচ চালানোর জন্য নির্ভর করতে হয় দাতাদের ওপর। এ ছাড়া মেয়রের বরাদ্দকৃত কমলাপুরের একটি গরুর হাট ইজারা দিয়ে প্রতি বছর ২৫-৩০ লাখ টাকা আয় হয় ক্লাবের। প্রায়ই দল গঠনের জন্য ক্লাবটিকে ঋণ নিতে হয়। পরে দাতাদের সহায়তায় পরিশোধ করা হয় এ ঋণ।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়াচক্র : শুধু আছে ফুটবল

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যই মুক্তিযোদ্ধা সংসদ দেশের ক্রীড়াঙ্গনে পদচারণা শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে জন্ম নেয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়াচক্র।

তারা শুধু একটি খেলাই পরিচালনা করে- ফুটবল। এর পেছনেই তাদের খরচ হয়ে যায় প্রায় আড়াই কোটি টাকা। দল গঠন থেকে শুরু করে প্র্যাকটিসের জন্য মাঠ ভাড়া, খেলোয়াড়দের থাকার জায়গা ভাড়াসহ খরচ হয় এই টাকা। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ থেকে কিছু টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এছাড়া গুলিস্তানের ক্লাবঘরটি লিজ দিয়ে আয় হয় কিছু টাকা। এই ক্লাবটির নিজস্ব কোনো জায়গা নেই। ক্লাব অফিস এবং খেলোয়াড়দের থাকার জায়গা সবকিছুই ভাড়া বাড়িতে। ফুটবলের পাশাপাশি দুই বছর যাবৎ দাবা খেলা শুরু করেছে ক্লাবটি। এ ছাড়া ক্রিকেট শুরু করার চিন্তা-ভাবনা করছে বলে জানান মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ভাইস চেয়ারম্যান শেখ আতাউর রহমান। ডোনারদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ক্রিকেটের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তায় ফুটবল যেন হারিয়ে না যায় তাই মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আয়োজন করতে যাচ্ছে 'স্বাধীনতা দিবস গোল্ডকাপ'। মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাব স্থায়ী এই আসরের আয়োজন এ বছর থেকে শুরু করার কথা জানান তিনি। এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনায় থাকবে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন।

রাত ৯টার দিকে মোটামুটিভাবে শুরু হয়ে যায় রাতের আসর। পুলিশের পাহারাও চোখে পড়ার মতো। অবশ্য এ জন্য রাত ১০টার মধ্যেই মতিঝিল থানায় চলে যায় নিয়মিত কমিশন। কয়েকটি সূত্রমতে, এর পরিমাণ প্রায় ২০-২৫ হাজার টাকা। তাই পুলিশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব : জমিদারি জৌলুস আর নেই

রানী ভিক্টোরিয়া নামে ক্লাবটির নামকরণ করা হয়। ১৯০৩ সালে তেজগাঁও ও কুর্মিটোলার কয়েকজন জমিদার মিলে ক্লাবটি শুরু করেন। ক্লাবটি আজ শতবর্ষ পেরিয়ে এসেছে। প্রথমে শুধু ফুটবল নিয়ে থাকলেও পরবর্তীতে ক্রিকেট, হকি এবং বাস্কেট বলে অংশগ্রহণ করে তারা। বর্তমানে অবশ্য ক্রিকেটেই তাদের প্রধান দল। ক্রিকেট দল গড়তেই তাদের খরচ হয়ে যায় প্রায় ৭০ লাখ টাকা। ক্লাবের স্পন্সর বসুন্ধরা ১০ লাখ টাকা দেয় প্রতি বছর। এ ছাড়া আরো কিছু সহযোগিতা করে ম্যাচ চলাকালীন। ক্লাবের রয়েছে নিজস্ব ডোনার। আয়ের ব্যাপারে ক্লাবের ক্রিকেট সম্পাদক এম এ কবির জানান, ৫০ জন গোপন ডোনার নিয়মিত দান করেন ক্লাবকে। এর বাইরে ক্লাবকে ভালোবেসে অনেকেই অনেক রকম সাহায্য করে থাকেন। শতবর্ষের পুরনো এই ক্লাবটি এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে আগামীর দিকে।

ওল্ড ডিওএইচএস : Awf‡l‡KB P¨vw¤úqb

টাকা দিয়ে খেলাকে জয় করা সম্ভব। এর প্রমাণ দেখিয়েছে ইংলিশ ফুটবল ক্লাব চেলসি। আর বাংলাদেশে যে ক্লাবটি সম্প্রতি ক্রিকেট আলোচনার শীর্ষে তার নাম ওল্ড ডিওএইচএস। প্রিমিয়ার লীগের শিরোপা তুলে নিয়েছে প্রথমবারের মতো। এরপর অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেট শিরোপাও তাদের। এটা সম্ভব হয়েছে টাকার জন্য। টাকা আছে বলেই তারা গড়েছে সেরা দল। প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লীগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথমবারের মতো খেলেছে প্রিমিয়ার লীগ। অভিষেক আসরেই চ্যাম্পিয়ন। এরপর অনূর্ধ্ব-১৩ আসরের শিরোপা। হঠাৎ করেই দেশের ক্রিকেট আলোচনার শীর্ষে চলে এসেছে ক্লাবটি। সাফল্যে উচ্ছ্বসিত ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তারেক ও ম্যানেজার সাইফুলের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় তাদের সাফল্যের রহস্য। তারা জানান, ভালো দল গঠন এবং সাংগঠনিক যোগ্যতার প্রমাণ মিলেছে খেলায়। ভবিষ্যতে এ সাফল্য ধরে রাখা এবং ক্লাবের বিস্তৃতি বাড়ানোর আশাবাদ ব্যক্ত করেন সেক্রেটারি তারেক। ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন বেশ ক'জন প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা। এ ছাড়া ব্যবসায়ী গিয়াসউদ্দিন আল-মামুন হলেন ক্লাবের সভাপতি। ক্লাবের ভাইস চেয়ারম্যান পদে আছেন প্রধানমন্ত্রীর কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমান। বসুন্ধরা ও মবিল স্পন্সর দিয়ে সহায়তা করে ক্লাবটিকে।

সংকট বাড়ছে

অনেক প্রতিষ্ঠান অনেকভাবে ক্লাবগুলোকে সাহায্য-সহযোগিতা করলেও ক্লাবগুলোর আর্থিক দৈন্যতা থেকেই যাচ্ছে। প্রতিটি ক্লাবের রয়েছে বেশ কিছু পরিকল্পনা। খেলোয়াড়দের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যাপারে সদিচ্ছা প্রকাশ করেন সব ক্লাব কর্মকর্তা। টাকার অভাবে তাদের অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। খেলাধুলায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা নামমাত্র। ফেডারেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে প্রতিটি ক্লাবের। ক্লাবগুলোকে নিয়মিত পার্টিসিপেন্ট মানি পরিশোধ করা হয় না। যা দেয়া হয় তার পরিমাণ খুবই কম। টাকা-পয়সার ব্যাপারে অবশ্য পুরোপুরি ফেডারেশনকে দোষ দিতে রাজি নয় কেউ। মাঠের দর্শকশূন্যতা এ ক্ষেত্রে অনেকটা দায়ী। তবে ফেডারেশনের কাছে প্রতিটি ক্লাবের রয়েছে একটি দাবি- ফুটবলকে পুরোপুরি প্রফেশনাল করে দেয়া। দেশের ফুটবলের স্বার্থে এটা খুবই জরুরি।

আবার ক্লাবগুলো নিয়ে রয়েছে খেলোয়াড়দের নানান অভিযোগ। ক্লাবে থাকার পরিবেশ, খাওয়ার মান এবং টাকা-পয়সার লেনদেন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন অনেক খেলোয়াড়। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক নাঈমুর রহমান দুর্জয় বলেন, 'প্র্যাকটিস এবং ম্যাচ চলাকালীন ক্লাবগুলোতে অবস্থান করতে হয়। এখানে থাকা-খাওয়ার পরিবেশ অত্যন্ত খারাপ। প্রতি বছর টাকা-পয়সা নিয়ে ক্লাব কর্মকর্তারা ঝামেলা করেন। টাকার জন্য প্রত্যেক খেলোয়াড়কে কর্মকর্তাদের পিছু পিছু ঘুরতে হয়।' এ রকম প্রতিক্রিয়া প্রায় সব খেলোয়াড়ের। তবে অনেক খেলোয়াড় আছেন যারা নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি। ক্লাব কর্মকর্তারা অবশ্য এসব অভিযোগ মানতে রাজি নন। তারা বলেন, 'একটু দেরি হলেও আমরা সব সময় খেলোয়াড়দের টাকা পরিশোধ করে দেই। তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করি।' তবে আবাহনী থেকে ব্রাদার্সে আসা উদীয়মান ফুটবলার সিরাজি ক্লাবের পরিবেশের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

ক্লাবগুলো নিয়ে কর্মকর্তা-খেলোয়াড়দের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রয়েছে। এসব কিছুর মধ্য দিয়েই চলছে ক্লাবগুলো। দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে উজ্জ্বল করার জন্য, আরো বেশি সফল করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ক্লাবগুলো। সরকার এবং ব্যবসায়ীরা সহযোগিতা করলে ক্লাবগুলো দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে আরো বেশি ভূমিকা রাখবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাফল্যের জন্য ক্লাব পর্যায়ে খেলাধুলার ভূমিকা অত্যাবশ্যক। ক্লাব লীগগুলোর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসবে প্রতিভাবান খেলোয়াড়। যারা দেশকে নেতৃত্ব দেবে, এগিয়ে নিয়ে যাবে সামনের দিকে।

ছবি : **সালাউদ্দিন টিটু**